লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত ও পরিবেশিত

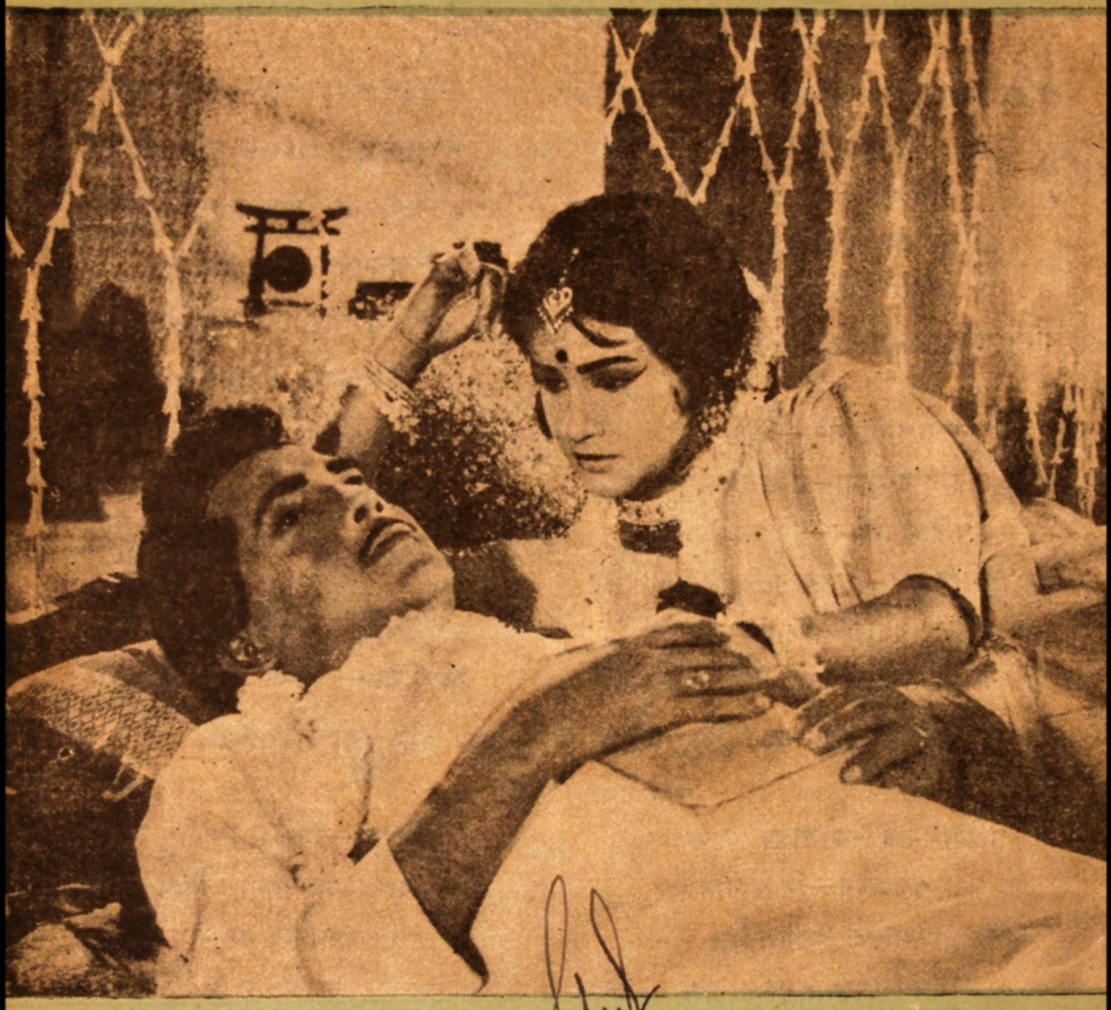

তারু মুখার্জী প্রোডাকসন-এর

artico

লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড নিবেদিত ও পরিবেশিত

তারু মুখার্জী প্রোডাকসন-এর

'রামধাক্কা'

রচনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**তারু মুখার্জী**

চিত্রগ্রহণ—ননী দাস

শব্দগ্রহণ—জে. ডি. ইরাণী

সঙ্গীতগ্রহণ—বি. এন. শর্ম্মা

(বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটারী)

বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ—মৃণাল গুহঠাকুরতা, সুজিত সরকার

নৃত্য পরিচালনা—শক্তি নাগ

প্রচার পরিকল্পনা—রঞ্জিত কুমার মিত্র

পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও

গীতিকার—**পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**

আবহ সঙ্গীত—অলোক নাথ দে

সংগঠনে—রবি সাহা, নিতাই দাস

সঙ্গীত পরিচালনা—**মান্না দে**

সম্পাদনা—গোবর্দ্ধন অধিকারী

শব্দপুনর্যোজনা—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশনা—প্রসাদ মিত্র

প্রধান সহকারী পরিচালনা—শুভেন সরকার

কর্মাধ্যক্ষ—সুনীল দত্ত

স্থিরচিত্র ও প্রচার অঙ্কন—আর্টিকো

পটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত

রূপসজ্জা—নৃপেন চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্রসংগীত—সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

সাজসজ্জা—দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

নেপথ্যকণ্ঠে—**লতা মুঙ্গেশকর, মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

—ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ—

পরিচালনায়—কালীপদ জোয়ারদার

শব্দগ্রহণ—সিদ্ধি নাগ

সঙ্গীতে—সুমিত মিত্র

শিল্প-নির্দেশে—নূর মহম্মদ

শব্দপুনর্যোজনায়—বলরাম বারুই

ব্যবস্থাপনায়—জগদীশ মজুমদার

যোগেশ দাস

চিত্রগ্রহণে—কৃষ্ণধর, জগদীশ দুবে

সম্পাদনা—সুনীত সাহা

রূপসজ্জা—অক্ষয় দাস

নৃত্যে—রামগোপাল ভট্টাচার্য্য

সাজসজ্জা—নীহার সেন

পটশিল্পে—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য

প্রচারে—পিণ্টু দত্ত

আলোক সম্পাতে—হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, অনিল সরকার, বিনয় ঘোষ, দেবেন দাস, মংগরু।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

অমূল্য চন্দ্র চৌধুরী, নেপাল চন্দ্র রায়, এম, এল, এ, কলামন্দির (নিউ মার্কেট), বি, সরকার (জহুরী), সনাতন মুখোপাধ্যায় (তরুণ সঙ্গীত সম্মেলন)।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চিত্রগৃহীত ও পি. আর প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিমিটেড পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেসে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

গল্পাংশ

দক্ষিণ কলিকাতার অনেকের ঈর্ষার বস্তু কমলেশ সেন-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর কলেজের সহপাঠিদের ঈর্ষার পাত্রী শ্রীসেনের একমাত্র উত্তরাধীকারী বিলাত প্রত্যাগতা বিলিতি ধাঁচে গড়া তাঁর কন্যা বহ্নিশিখা।

শিক্ষার দম্ভে বহ্নি আজ অন্ধ—আর অন্ধ হয়েছে অপমানের ক্রোধে তার কলেজের সহপাঠী তরুণের দল। বহ্নির একমাত্র অহংকার—মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কোন অংশেই বেশী ছাড়া কমতো নয়ই পরন্তু লেখাপড়ায় ইদানিং এক পা এগিয়েই আছে।

চিরদিন যারা জয়ের মুকুট পরে এসেছে—আজ তাদের গর্বে যদি আঘাত লাগে—তবে, প্রতিযোগীতা অবশ্যম্ভাবী।

তরুণেশ আর বহ্নি, বহ্নি আর তরুণেশ। নেতা বনাম নেত্রী, ছাত্র বনাম ছাত্রী ; প্রতিযোগীতা চরমে এলে মরমে ঘা খেল তরুনেশ।

লজ্জায় অপমানে এতোটুকু হ'য়ে গেল ছেলেরা, কিন্তু মরমে মরে যাওয়ার আগেই মরমে রাঙিয়ে দিল মেয়েদের।

বহ্নি শুধু ছেলেদেরই চিন্তার কারণ নয়—অমলেশ সেন-এরও। কিন্তু মেয়ের একমাত্র যুক্তি—"যদি কারো কাছে তর্কে হেরে যাই, তবে তাকেই—সে

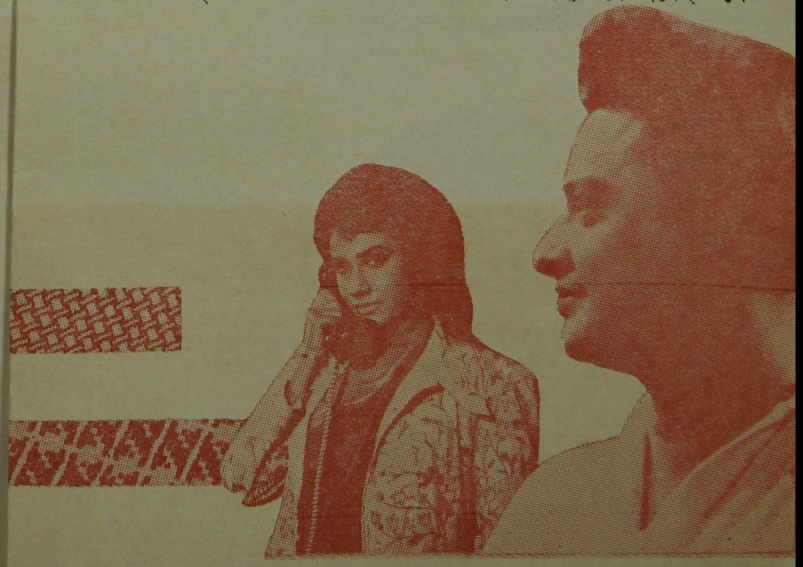

যে কোন জাতের যেমন ভাগ্যবানই হউক।" কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় এগিয়ে আসার মতো দুঃসাহসী যুবক কোথায় ?

এ যুগের এক কালীদাসকে ধরে নিয়ে এলো তরুণেশ-এর দল। বিদ্যাদিগ্‌গজ পালিশওয়ালা হলো বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত পড়ুয়ার প্রতীক—বহ্নির প্রতিবেশী উদ্ধত মিত্র। তার ঔদ্ধত্য যখন চরমে উঠলো তখন মরমে ঘা খেল বহ্নি, অপমানের প্রতিশোধ নিতে তাকে বিয়ে করতে রাজী হ'লো ; রাজী হ'লো কমলেশ সেন—সুখী হ'লো তরুণেশ-এর দল। জয় এবার নিশ্চিত। বহ্নির শিখা বুঝি শিবরাত্রির সল্‌তের মতো ধীরে ধীরে নিভে আসে—আসে বুঝি শিক্ষার দম্ভ লজ্জার বোখ্‌রা পরে তরুণেশ-এর সামনে– , এই বুঝি লজ্জায় অপমানে কুঁকড়ে যায় কমলেশ সেন ?

এ হেন অবস্থায় "বধূয়ার পরাণ" ওষ্ঠাগত। এদিকে ওষ্ঠে-ওষ্ঠে অট্টহাসির পট্‌কা ফাটে ছেলেদের—এবার বহ্নির দম্ভের জয়ঢাক বাজাতে এলো ছেলেরা। আয়োজন হলো অভ্যর্থনা সভার। উদ্ধত মিত্র আর বহ্নির, মহান আর মহীয়সীর মহামিলনের বিজয়ভেড়ী! হ্যাঁ, বেজে উঠলো সেই বিজয় নিনাদ—আনাড়ী-হাতের তুক্‌-তাক্‌ বা তেরে কেটে তাক্‌ নয়, বিজ্ঞান-সম্মত টরে-টক্কা—কি হলো ? কে খেলো ? রা—ম—ধা—ক্কা ?

সঙ্গীত

[১]

দেখোনা আমায় ওগো আয়না।
কোরোনা এমন তর বায়না॥
আমি আজ যেমন খুশী সাজবো,
খেয়ালের বাঁশী হ'য়ে বাজবো,
দুচোখ ভ'রে মায়া কাজল পরে,
আজকে আমি চাইব নতুন ক'রে,
আমার আগে আর যেন কেউ,
আমায় দেখে যায় না॥
এলোচুল ইচ্ছেমত ছড়িয়ে পলকে
নাম না জানা খোঁপায় নেব জড়িয়ে,
মুক্তমালা মাথায় রেখে দিয়ে,
হার গেঁথেছি পরশ পাথর নিয়ে,
হার মেনে আজ এই মণিহার,
কেউ যেন গো চায় না॥

[২]

আকাশে বাতাসে আমার ছুটী,
অশোকে পলাশে আমার হাসি।
জানিনা কোথায় আমি থাকতাম,
কাউকে যদি বলে রাখতাম, ভালবাসি॥
বলনা ওগো সোনার তরী,
এখন আমি কি যে করি,
তোমার মতন পাল থাকলে,
কুল হারিয়ে যেতাম ভাসি॥
বলনা তুমি উতল হাওয়া,
কোথায় রাখি আমার চাওয়া,
তোমার মত সুর থাকলে,
অঙ্গে আমার বাজত বাঁশী।

[৩]

পৃথিবীটা সত্যিই বন্‌বন্‌ বন্‌বন্‌ ঘুড়ছে।
হৃদয়ের জলুনীতে গন্‌গন্‌ আঁচে গাটা পুড়ছে।
রাগলে কি জ্বর হয়, হ্যাঁরে? কই নাতো!
পেতনীর ভড় হয়, হ্যাঁ রে? কই নাতো!
উলুনটা ঘর হয়, হ্যাঁরে! আরে দূর!
আহা মরি মরি এত দিকে কাম হোল পাক্কা॥

চত্তির মাসে আজ সত্যি,
দুধে ভাতে গায় লাগে গত্তি,
ওরা থাক্‌ গ্যাদালের পথ্যি,
আমরা সবাই মিলে সুখের পায়রা হব লক্কা॥

এইবার ওরা হার মানবে,
আমরা যে কি জিনিষ জানবে,
অবলারা দাসখৎ আনবে,
আমরা খেয়াল মত বলে যাব ছক্কা না ফক্কা।
এতদিনে কাম হোল পাক্কা, রাম ধাক্কা॥

(৪)

হার জিতের এই খেলাতে,
জীবনটারে মেলাতে,
ওভাই ওভাই এসেছি সবাই।
জিতলো কে গো, হারলো কে গো,
হিসাব করেন আর এক জন,
খাতার পাতায় অঙ্ক লিখে কে চলেছে
সারাক্ষণ।

তবু যে যোগ বিয়োগের ঘরে,
না বুঝে শূন্য দিয়ে ভরে,
বড় ক'রে লিখে রাখে,
শুধু এ যোগাযোগ টাই॥
এ হিয়া হার মেনেছি বলে,
এ আঁখি ভাসে নয়ন জলে,
এমন বলে জিতে গেছি,
এ আঁখি হেসে ওঠে তাই॥

(৫)

ও বাবু আসুন আসুন,
এই খানে চরণ রাখুন,
চিক্‌ চিক্‌ চেক্‌নাই তুলবে, ঝিক্‌ ঝিক্‌ রূপ পায় খুলবে।
ফিট্‌ ফাট্‌ সাজ গোজ মিথ্যে, জুতো জোড়া হয় যদি ময়লা,
ছোক্‌রারা ছড়া কেটে বলবে, চলেছেন ওই রাখহরি গয়লা॥
নোংরা থাকলে পরে বুট্‌ গো,
দেখবে না কেউ দামী সুট্‌ গো,
রং চং এ টাই পরে, পাইপটা কামড়িয়ে যতই কাসুন।
কোলাপুরী চটি হোক, পাম্‌শু কি কাবলী,
এই জাদু বুরুশেই হ'য়ে যাবে লাভলী॥
হেলে দুলে গদাধরী চলনে,
মস্‌-মস্‌ ক'রে যত যান্‌না।
নিউ কাটে পালিশ না লাগালে, থামবেনা প্রেয়সীর কান্না।
কিছু কিছু তালি মারা থাকলে,
ঢেকে যাবে এই কালী মাখলে,
দুপায়ের্‌ আরশীতে দুনিয়ার মুখ দেখে এবার হাসুন।

ঃ ভূমিকায় ঃ

অসীমকুমার (বম্বে) **পরভীন চৌধুরী (বম্বে)**

প্রবীর কুমার। অবনীশ ব্যানার্জী। অমিয়কান্তি ব্যানার্জী।
দ্বিজু ভাওয়াল। নির্মল ঘোষ। করুণ ব্যানার্জী।
শঙ্কর ব্যানার্জী। রজত বোস। মণি শ্রীমাণী।
নৃপতি চ্যাটার্জী। মিহির ভট্টাচার্য্য। প্রেমাংশু বোস।
বীরেন চ্যাটার্জী। শিবেন ব্যানার্জী। বুবু গাঙ্গুলী।
পিলু মুখার্জী। সুশীল দাস। রমেন চক্রবর্ত্তী (এ্যাঃ)
রামগোপাল ভট্টাচার্য্য। প্রদীপ দত্ত। প্রণব বসু।
অজিত পাত্র। গোলাম মহম্মদ। মনোজ। অভিজিৎ।
প্রণতি গুহ। শাশ্বতী মুখার্জী। গীতা গুপ্তা। বেবী গুপ্তা।
গীতা প্রধান। আভা মুখার্জী। রমা ব্যানার্জী। শ্যামলী চ্যাটার্জী
লীলা চৌধুরী। পলি মুখার্জী। উমা মুখার্জী। দীপালি রক্ষিত
লক্ষী দত্ত। রেখা দাস।

কমল মিত্র। **জহর গাঙ্গুলী।** **জহর রায়।**

লাইফ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ, ৬এ, সাকলাত প্লেস, কলিঃ হইতে প্রকাশিত ও ন্যাশন্যাল প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিঃ-৬ কর্তৃক বিবেকানন্দ প্রেস প্রাঃ লিঃ হইতে মুদ্রিত।